২০ আগস্ট, ২০১৭

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

"সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা বাতিল করে ধর্ষণের শিকার নারীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সময়ের দাবী" বাংলাদেশে ধর্ষণ মামলার বিচারে চারিত্রিক সাক্ষ্যের ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ সভায় বক্তারা...

গত ২০ আগস্ট, ২০১৭ ডেইলি স্টার ভবনের আজীমুর রহমান হলে ব্লাস্ট আয়োজিত "বাংলাদেশে ধর্ষণ মামলার বিচারে চারিত্রিক সাক্ষ্যের ব্যবহার" বিষয়ক পরামর্শ সভায় বিশেষজ্ঞগণ সাক্ষ্য আইনের বৈষম্যমূলক বিধান বাতিল করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এই আইনের ১৫৫ (৪) ধারা বাতিলের জন্য সরকারকে এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান উপস্থিত বক্তারা।

পরামর্শ সভায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, *"আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারা থাকা উচিত নয়। ধর্ষণের শিকার নারীকে বিচারের সময় মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞ আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।"*

সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর সদস্য নুরুন্নাহার ওসমানী বলেন, *"ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে 'সম্মতি' হচ্ছে মূখ্য বিষয় । এখানে চারিত্রিক সাক্ষ্যের বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।"*

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের সাবেক বিচারক লুৎফা বেগম বলেন, *"সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিতে সাহায্য করে। অভিযোগকারীর চরিত্র কোন অবস্থাতেই ধর্ষণের অভিযোগ বিচারে বিচার্য বিষয় হওয়া কাম্য নয়।"*

ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ৫ এর পিপি আলী আসগর স্বপন বলেন, *''যৌতুক সহ নারীর প্রতি অন্যান্য সহিংসতার বিচারের ক্ষেত্রেও স্বাক্ষ্য আইনের এই ধারাটির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে, যা ন্যায় বিচারের অন্তরায়।"*

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা বলেন, *"বাংলাদেশে ধর্ষণ মামলা একটি দ্বৈত নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও এই আইনটি নারী প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক 'অধস্তন যৌনতার' ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে।"*

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. দিনা এম সিদ্দিকী প্রচলিত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞার সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আদালতের 'সম্মতির' বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা উচিত।

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ স্বাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারা বতিল এবং ধর্ষণের শিকার নারীর সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ধর্ষন মামলার বিচারে চারিত্রিক সাক্ষ্যের ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা করেন ব্লাস্টের সমন্বয়কারী (রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন) ব্যারিস্টার নাওমি নাজ চৌধুরী। বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এডভোকেট সুলতানা কামালের সঞ্চালনায় উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজামুল হক।

ব্লাস্টের নেতৃত্বে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বিডব্লিউএইচসি এবং মেরী স্টোপস বাংলাদেশ যৌথভাবে মোহাম্মদপুর, মহাখালী ও মিরপুরের ১৫টি বস্তিতে বসবাসরত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সখি প্রকল্প কাজ করছে, যাতে করে তারা তাদের পরিবারে, বস্তির ভেতরে এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ, সুস্থ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। নারী সিদ্ধান্তগ্রহণ, মতামত প্রকাশ এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও চলাচলের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত বাধা সমূহ মোকাবেলা করতে পারে। এছাড়া, এই প্রকল্পের আওতায় নারীর আইনগত অধিকার ও ন্যায় বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাক্ষ্য আইনের ধারা-১৫৫(৪) এর আওতায় ধর্ষণ মামালায় নারীর চারিত্রিক সাক্ষ্য ব্যবহার বাতিল করার জন্য বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশের আইনসমূহ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে উক্ত আইনটি পরিবর্তনের জন্য কিছু সুপারিশমালা তৈরি করে।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd